দৈনিক
ইত্তেফাক

01 MAR 2008
৮ ২

এসএসসি পরীক্ষায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি

মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের স্বকীয়তা, সৃজনশীলতা, প্রায়োগিক দক্ষতা ও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য ইতিমধ্যেই নবম শ্রেণীতে চালু করা হইয়াছে 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতি'। ইহা অত্যন্ত যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সাধারণত আমাদের দেশে প্রথম দিকে নতুন নিয়ম বা পদ্ধতির সহিত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ সহজে খাপ খাওয়াতে পারেন না। যে কারণে ইহা লইয়া বিতর্কের ঝড় উঠে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম দুই-এক বৎসর পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট আশানুরূপ হয় না। তবে ঠিক এই কারণে বাতিলযোগ্য পুরনো নিয়ম বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে দেওয়াও তো যায় না।

খবরে প্রকাশ, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে ইতিমধ্যে গঠন করা হইয়াছে 'বাংলাদেশ অভিভাবক ফোরাম'। এই ফোরামের আশংকা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ধস নামিবে। তাহাদের দাবি নতুন পদ্ধতির সহিত শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত হইয়া উঠার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য তাহারা প্রথমে এ পদ্ধতি ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে চালু করার পক্ষপাতি।

সময়ের দাবী অবশ্যই শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী সংস্কারের পক্ষে। আমরা মনে করি আর কালক্ষেপণ করা উচিত নয়। বলিতে গেলে বর্তমান সরকার বিগত দুই সরকারের অসমাপ্ত কাজেরই বাস্তবায়ন করিতেছে মাত্র। আশা করা যায়, এই পদ্ধতির মাধ্যমে লিখিত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হইবে। এই পদ্ধতিতে ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নে জ্ঞান অর্জন, সঠিক উপলব্ধি, প্রায়োগিক ক্ষমতা ও মূল্যায়ন করার দক্ষতার ওপর পৃথক পৃথক নম্বর বরাদ্দ আছে। আবার ৪০ নম্বরের এমসিকিউ সম্পূর্ণ স্কিল বেইজড বা দক্ষতানির্ভর। ইহাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চা এবং মানসিক ও প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা মনে করি, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়া নয়। তবে চাকরি-বাকরি ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়া সারা দেশে নবম শ্রেণীর সাত লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ও তাহাদের প্রিয় অভিভাবকবৃন্দের দুশ্চিন্তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই দুশ্চিন্তা ও নতুন পদ্ধতির কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা দূরিকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

বাণিজ্য সত্য নয়। ২০ হাজারের বাইরে যদি কোন অভিভাবকের কাছ থেকে কেউ টাকা নিয়ে থাকে, তার দায়দায়িত্ব স্কুলের নয়।